REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪১ ইংরাজী 5th December 1934 | ২৭শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ ছাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২০ দুই পয়সা। বাংসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি পাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা বড়বাজার।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪০ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জ্জন করিতে

সুরবল্লী কষায়

সেবন করিতে আরম্ভ করুন। সকল বয়সে সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়।

সেবনে কোন হাঙ্গামা নাই।
৫০ বৎসর পরীক্ষিত।

সুরবল্লী কষায়

ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সালসা

পারদ ও রক্তদুষ্টির মহৌষধ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৪১ সাল।

ডাকাতি।

রঘুনাথগঞ্জ থানার এলাকাস্থিত গণকর গ্রামের জনৈক জেলের বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গরীব মৎস্যজীবীর এমন ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, যাহাতে তাহার বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া ডাকাইতগণ খুব লাভবান হইতে পারে। বোধ হয় তাহার অন্তর্ধন কিছু আছে এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া ডাকাইতরা তাহার বাটীতে দর্শন দিয়াছিল। পুলিশ খুব জোর তদন্ত করিতেছে।

দেওয়ানী আদালতের নাজির বাবুর অকাল মৃত্যু।

জঙ্গিপুরের মুন্সেফী আদালতের নাজির বাবু যশোবন্ত সিংহ কিছুদিন হইল লালবাগ আদালতে বদলী হইয়াছিলেন। গত রবিবার সাংঘাতিক কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। যশোবন্ত বাবু চিরকুমার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার তিন সহোদর বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র সিংহ মহাশয় মৃত্যুকালে যশোবন্ত বাবুর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-গণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দীন বৈষ্ণবের বিরহ-মহোৎসব।

রঘুনাথগঞ্জের বাজারে সামান্য ছোট একটী পুস্তকের দোকান করিতে একজন বৈষ্ণবকে অনেকেই দেখিয়াছেন। তাঁর নাম ছিল গোবিন্দলাল দাস বাবাজী। তাঁর জীবিকার্জ্জনের উপায় ছিল মাত্র সেই ক্ষুদ্র পুস্তকের দোকানখানি। সামান্য সামান্য মনিহারী মাল লইয়াও মেলায় মেলায় বিক্রয় করিতেন। আজ কয়েক বৎসর হইল তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। মরিবার সময় তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীকালাচাঁদ দাসকে রাখিয়া যান। কালাচাঁদও খুব গরীব, দিন চলে না এমন অবস্থা কিন্তু বৎসর বৎসর পিতার মৃত্যু বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। এবারও কালাচাঁদ গত একাদশীর দিন যথারীতি অষ্টপ্রহর হরিনাম, নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ ও যথাসাধ্য বৈষ্ণব ভোজন সমাপন করিয়া পিতৃভক্তির নিদর্শন দেখাইয়াছেন। দুটী অন্নের কাঙ্গাল কালাচাঁদের পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়।

কনেষ্টবলের পুরস্কার লাভ।

জলমগ্না বৃদ্ধা ও শিশু রক্ষা করার জের।

১৯৩৩ সালের ২০শে সেপ্‌টেম্বর খুলনা জেলার মোরলগঞ্জ থানার নিকটে জেওয়াধারার খালে থানার একটা কাঠের জেঠীর সহিত একখানি নৌকার সংঘর্ষ হয়। ফলে নৌকাখানি জলে ডুবিয়া যায়। নৌকার মধ্যে একজন ষাট বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা ও একটী শিশু ছিল। আবদুল জলিল ও জৈনুদ্দিন চৌধুরী নামক দুইজন কনেষ্টবল নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তখন খালে নামিয়া বৃদ্ধা ও শিশুটিকে পাড়ের উপরে লইয়া আসে। কনেষ্টবলদ্বয়ের এই প্রশংসনীয় কার্য্য লণ্ডনের রয়েল হিউম্যান সোসাইটিকে জানান হইলে সোসাইটী উক্ত কনেষ্টবল দুইজনকে ব্রোঞ্জের মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

চিকিৎসক পীড়িত।

মুর্শিদাবাদ জিলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথিক ডাক্তার আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস মহোদয় কয়েকদিন যাবৎ "কলিক পেনে" সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন। জিলার চিকিৎসকগণের পরামর্শানুযায়ী চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলা-বোর্ড।

জিলা-বোর্ড হইতে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের কয়েকটী কেন্দ্রে 'টেষ্ট ওয়ার্ক' চলিতেছে। সম্প্রতি বোর্ডের এক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রাঢ় অঞ্চলে কয়েকটী পুষ্করিণী খনন করা হইবে। প্রকাশ, 'টেষ্ট ওয়ার্ক' পরিদর্শন নিমিত্ত বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর এবং বাঙ্গলা সরকারের সদস্য অনারেবল স্যার বি, এল, মিত্র মহাশয় শীঘ্রই বহরমপুর আসিতেছেন।

জিলা-বোর্ডের অপর এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের 'সিলভার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে জিলা-বোর্ড কলিকাতার লেডী ডাফরিন হাসপাতালে ৪০০০৲ টাকা সাহায্য করিবে। সেখানে নাকি এই জিলার রোগীদিগের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

পরলোকে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মৈত্র।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নব নির্ব্বাচিত সদস্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মৈত্র গত ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। হেমন্ত বাবু নারায়ণগঞ্জের মেসার্স বার্কমায়ার ব্রাদার্সের হেড ক্লার্ক ছিলেন। তিনি ধর্ম্মভীরু ও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন।

'নেপথালিন' খাইয়া শিশুর মৃত্যু।

কুমিল্লার কো-অপারেটিভ ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন সেনগুপ্তের ৪ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র 'দুলাল' অসাবধানতা-বশতঃ নেপথালিন খাওয়ায় গত ৩০শে নবেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, শিশুটী নেপথালিন, তাহার মার ট্রাঙ্ক খুলিবার সময় গ্রহণ করিয়াছিল।

নূতন ধরণের চক্ষুরোগ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগের ডাক্তারগণ দেশবাসী সকলকে জানাইয়াছেন—এবার বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বেরিবেরি রোগীদের এক নূতন ধরণের চক্ষুরোগ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা আলোর চারিধারে মণ্ডল দেখেন, চক্ষুতে রামধনু রং দেখিতে পান, দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ঐরূপ রোগের লক্ষণ দেখা গেলেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বহু লোকের চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করিয়া ঐ রোগ আরাম করিতে হইতেছে। কোন ঔষধের দ্বারা ঐ রোগ আরাম হয় না।

বিধবার তিন সন্তান নাশ।

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার এক মুসলমান বিধবার গৃহের চালের উপরস্থ কবুতরের বাসায় কয়েকটী শাবক হইয়াছিল। উক্ত বাসার মধ্যে যে সাপ থাকিতে পারে, তাহা কাহারও সন্দেহ হয় নাই। শাবক হইয়াছে জানিতে পারিয়াই, বিধবার পুত্রগণ উহাদিগকে মারিয়া মাংস খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের জননী তাহাদিগকে আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু বাধা পাইয়া বালকদের বাসনা বোধ করি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং বিধবা তাহার শিশু কন্যাটির সহ নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরে গৃহকর্ম্ম করিতে গমন করিলে প্রথমতঃ একটী বালক মই বাহিয়া চালের উপর উঠিয়া যায় ও শাবকটী ধরিবার উদ্দেশ্যে বাসার অভ্যন্তরে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়। ঐ সময়েই ভিতরে সর্পটী তাহাকে দংশন করে। কিন্তু উহাকে কবুতর শাবকেরই দংশন মনে করিয়া পুনরায় সে অপর হাতও উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং পুনরায় দষ্ট হয়। তখন সে নামিয়া আসে এবং অপর বালকের অজ্ঞাতসারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে অপর বালকটীও উপরে উঠে এবং পূর্ব্বোক্ত বালকের মতই শাবক ধরিবার প্রয়াস পাইতে যাইয়া তাহারই মত সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হয়। আঘাত পাইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে এবং তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের জননী শিশুকন্যাটিকে পুকুর পারে ফেলিয়া রাখিয়াই বাড়ীতে ছুটিয়া আসে। বালক দুইটিকে অবশ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে বালিকাটী কাহারও নিকট হইতে কোনও বাধা না পাইয়া পুকুরে নামিয়া যায় এবং জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে।

বীরভূমে বালিকা হরণ।

আসামী মুসলমান জমিদারের কঠোর দণ্ড।

কালিদাসী নাম্নী অষ্টাদশ বর্ষীয়া একটী বিবাহিতা হিন্দু বালিকাকে হরণ করিবার অভিযোগে খানপুরের মুসলমান জমিদার মহম্মদ হাসান ও তাহার অনুচর ভুলু খান দায়রা জজ শ্রীযুক্ত বি, কে, গুহ কর্ত্তৃক যথাক্রমে ১০ ও ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কালীদাসী খানপুরে তাহার মাতুলালয়ে বেড়াইতে আসিয়াছিল। আট মাস পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিকালে সে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া মাতুলগৃহে ফিরিয়া আসিবার কালে আসামীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করে। তাহার চীৎকারে যাহারা তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, আসামীদের আক্রমণে তাহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রকাশ তদবধি কালীদাসীকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। আট মাস পর মাত্র গত ২০শে নবেম্বর আসামীরা তাহাকে নিজেদের সাক্ষীরূপে আদালতে হাজির করে। সে সরকার পক্ষের অভিযোগের প্রতিবাদসূচক জবানবন্দী দিলেও জুরীরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথম আসামী মহম্মদ হাসান ও ভুলু খানকে দোষী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন? অপর আসামী আবদুর রহমান নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে। দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামী দুইজনকে উপরোক্ত রূপ দণ্ড প্রদানকালে মন্তব্য করিয়াছেন;—

আসামীদের অপরাধ সম্বন্ধে জুরীরা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আসামী পক্ষের এড-ভোকেট বলিয়াছেন,—জুরীরা সকলেই শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ। তাঁহারা যে সম্মানিত ভদ্রলোক, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি এই উক্তিও সংযোগ করিতে চাই। তাঁহারা সকলে একমত হওয়ায় তাঁহাদের অভিমতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি তাঁহাদের অভিমত সমর্থন করি। এই জিলার নারীর প্রতি এইরূপ অত্যাচার বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। আসামী মহম্মদ হাসানের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। আমার অভিমত এইরূপক্ষেত্রে সদয় ভাব প্রদর্শন অপাত্রে ন্যস্ত হইবে। মহম্মদ হাসানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থবল তাহার অপরাধের গুরুত্ব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে।

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৪।

১২১৫ থাং ডিং কুমার ৺ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের ষ্টেটের রিসিভার রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বসু দেং রামকিঙ্কর সিংহ দিং দাবি ৪১৪৷৶০ পং রাজসাহী মৌজে শিখরী দীগর ৪৮১ নং তৌজির মহালের ।০ চারি আনা পত্তনী স্বত্ব জমা ৫৫৩॥/১ পাই মধ্যে কালেক্টরীর বাবত ৪২২॥/১ বাদে বাকী ১৩১৲ আঃ ১০০৲

১৫১০ থাং ডিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দিং দেং উমেজান খাঁ দাবি ৬৪॥৶৬ পং ও মৌজে বহুতালি ৬-১২ শতকের কাত ৯৶১॥— আঃ ১৫৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ১৬০

১৫১১ থাং ডিঃ ঐ দেং মাংলু খাঁ দাবি ৪৪॥৶৫ পরগণাদি ঐ ৭-১৬ শতকের কাত ১৫॥৶২॥ আঃ ৩০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ৪৭০

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৪।

৪১৭ মনি ডিঃ সেবাইত মহান্ত ভগবান দাস দেং আস্কর মণ্ডল দাবি ৬১৸/৬ পং ও মৌজে চর সুন্দরপুর ৯॥৩ বিঘার কাত ৯৲৬ আঃ ৩০৲ রায়ত স্থিতিবান।

১৫২০ থাং ডিঃ কমলারঞ্জন ধর দিং দেং সুরেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ৩৪৷৶০ পং রুকুনপুর মৌজে নিজ চাঁদপাড়া ৩/০ বিঘার কাত ৪॥০ আঃ ৫৲ রায়ত স্থিতিবান

১৫২৮ থাং ডিঃ ঐ দেং রামচন্দ্র সাহানা দিং দাবি ১৪৭৸/৩ পং রুকুনপুর মৌজে বিষ্ণুপুর ১৯/২৸ বিঘার কাত ৩৫।০ আঃ ১০৲ রায়ত স্থিতিবান।

১৫২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্রীশ্রী৺গোপালদেব ঠাকুরের সেবাইত জিঃ দক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ৮৯/৯ পং রুকুনপুর মৌজে বিষ্ণুপুর ১৫।৩ বিঘার কাত ১৩৸/১৭॥ আঃ ১০৲ রায়ত স্থিতিবান।

১৫৩১ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্রীশ্রী৺গোপালদেব ঠাকুরের সেবাইত রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ৮৯/৯ পরগণাদি ঐ ১৩।৩।০ বিঘার কাত ১৩৸/১৭॥ আঃ ১৫৲ রায়ত স্থিতিবান।

১৫৩৪ থাং ডিঃ ঐ দেং কালীপদ মণ্ডল দিং দাবি ১৩০॥৶০ পরগণাদি ঐ ৬॥২ বিঘার কাত ১৯৸৬ আঃ ১০৲ রায়ত স্থিতিবান।

১৫২১ থাং ডিঃ সুধাকর ধর দিং দেং ঝাইটনী বিবি দাবি ৫২॥০ পং গয়সাবাদ মৌজে বিনোদবাটী ২-৩ শতকের কাত ৭৸০ আঃ ৫৲ রায়ত স্থিতিবান।

ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্রের প্রস্তাব সমূহ সম্পর্কে পার্লামেণ্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের সারাংশ।

জয়েন্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি রিপোর্ট পার্লামেণ্টে দাখিল করিবার কালে, ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনায় তাঁহারা যে সাহায্য পাইয়াছেন, সেই সহায়তার বিষয় তাঁহারা ধন্যবাদ সহকারে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরিত সম্মিলিত স্মারকলিপির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্মারকলিপিতে ব্রিটিশ ভারতের অভিমত কেন্দ্রীভূত হওয়াতে ইহা কমিটির খুব কাজে লাগিয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

রিপোর্টের ভূমিকাংশে, শাসনতন্ত্রবিষয়ক ব্যবস্থাসম্পর্কে মূলনীতি সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। কমিটি লিখিয়াছেন যে শিক্ষাজনিত অস্পষ্ট বিক্ষোভ, গত মহাযুদ্ধের সহিত সংঘাত এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, এই সকলের সমবায়ে ভারতে একটী জনমত সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই জনমত উপেক্ষা করা পার্লামেণ্টের পক্ষে একটী প্রকাণ্ড ভ্রমের কার্য্য হইবে। যদিও যাঁহারা এই সকল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তাঁহারা ভারতের বিরাট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র, এবং এই অবস্থায় জনমতের তথাকথিত অভিব্যক্তির মূল্য অনেক সময়েই সন্দেহের বিষয় হইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে একটী জনমত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এই জনমত এত প্রবল যে ইহা দ্বারা যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারত সরকারের প্রধান বলস্বরূপ রহিয়াছে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। পুরুষানুক্রমে ভারতীয় জনগণ একরূপ সংস্কারবশেই ভারত সরকারের শাসন স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ইহা যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারত সরকারের প্রধান বলস্বরূপ রহিয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত জনমতের শক্তিতে ইহাতে কতকটা আঘাত লাগিয়াছে। কোন জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অল্পশিক্ষিত শ্রেণীর মাপকাঠির দ্বারা ঐ জাতির রাজনৈতিক বোধের পরিমাণ করা কিরূপ অবিবেচনার কার্য্য, ইতিহাস তাহা বারংবার প্রতিপন্ন করিয়াছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সমস্যাগুলির আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, এইরূপ স্বীকৃতি দ্বারা চালিত হইলেই যথেষ্ট হইবে না। দায়িত্বশীল শাসন লাভই আজকাল এই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু দায়িত্বশীল শাসন এমন কোনও বস্তু নহে যে বিশেষ ফরমাস মত তৈয়ার করিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। ইহা এমন কোনও কলও নহে যে নিজের শক্তিতে চলিতে পারে। যাঁহারা লিখিত শাসনতন্ত্র রচনা করেন, তাঁহারা ভ্রান্তিমূলক তুলনা দ্বারা বিপক্ষে চালিত হইতে পারেন। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান সমূহের কোন অন্ধ নকলনবিশ যদি মনে করেন যে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইনের বিধান সমূহের অনুকরণে বিধানাদি রচনা করিয়াই, পার্লামেণ্ট একটি আইনের বলে ভারতে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সাংঘাতিক ভুল করিবেন। এই সকল কারণে, কমিটি বলেন যে ভারতীয় শাসন বিষয়ক কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে, পার্লামেণ্টারী শাসন যথাযথ ভাবে চালাইবার নিমিত্ত কতকগুলি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক এবং গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষাকবচ সমূহের ক্ষমতা প্রচলিত প্রথার ক্ষমতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে এইগুলিকে বিধিবদ্ধ আকার দান করিতে হইবে; এবং এরূপ করা হইলে হয়ত ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী শাসন ইংলণ্ড হইতে বিভিন্ন প্রকারে গড়িয়া উঠিতে পারে। কমিটির মত এই যে, শাসনতন্ত্র ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিবে, অতএব তাঁহারা বলেন যে যে মতের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হওয়া তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করেন এবং যাহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রেরও ইতিহাস সম্মত তাহা এই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী যে পরিমাণে একটা নূতন কিছুর সৃষ্টি না হইয়া অতীতের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণরূপে প্রকাশ পাইবে সেই পরিমাণে সফল হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ইতিহাস কর্ত্তৃক সমর্থিত।

ক্রমশঃ

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বৈদ্যনাথধামে সুবিধা।

তীর্থস্থানে পাণ্ডাগণের জুলুম তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে বিরক্তি ও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈদ্যনাথ ধামে এক পাণ্ডা বংশ আছেন তাঁহারা খুব ভদ্র এবং নির্লোভী ও যাত্রীগণের সুবিধার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহাদের নাম করিলে অন্য কেহ টানাটানি বা জুলুম করিতে পারিবেনা।

৺হরিশ্চন্দ্র পাণ্ডার বংশধর—
শ্রীভুবনেশ্বর পাণ্ডা ও যোগীন্দ্রনাথ পাণ্ডা।

বাটী ভাড়া।

রঘুনাথগঞ্জে হিন্দু ভদ্রলোকের বাসোপযোগী একখানি বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। বাড়ীতে ৬ খান ঘর, পায়খানা ও বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর আছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীচণ্ডীদাস ধর
রঘুনাথগঞ্জ।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প।

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ঘর সাজাতে চান কি?

যদি চান তবে একবার "রঘুনাথগঞ্জ চিত্র ভবনে" আসুন। নানা রকম নূতন ডিজাইনের ছবি, দেব দেবীর ছবি, আয়না প্রভৃতি পাইবেন। তা ছাড়া অর্ডার অনুযায়ী সকল রকম ছবি, ফটো ও সূচী কার্য্য সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাইয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—শ্রীবিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জ্জী
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ক্রিমি রোগের হোমিওপ্যাথিক মহৌষধ

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা।

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর ক্রিমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ।০ চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বৈজ্ঞানিক রবার দ্রব্য।

রবার কুশন (বেড-সোর বা শয্যাক্ষত নিবারক) প্রত্যেকটী ৭৲

রবার গ্লোভস্ (অপারেশনে সার্জ্জেনের ব্যবহার্য্য) জোড়া ৩৲

ফিঙ্গার ষ্টল্ (আঙ্গুলে পরিবার জন্য) প্রত্যেকটী ।/০

রবার ক্যাপ (গর্ভরোধক ও সংক্রামক রোগ নিবারক) ডজন ৩৲

রবার পেশারী (স্ত্রী-ব্যবহার্য্য—বড়, মধ্যম, ছোট) প্রত্যেকটী ২৲

বিস্তারিত মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

পি, বি, সাপ্লাই এজেন্সী,
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৪ কলিকাতা।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মত আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

চাঁদ মার্কা পাচন

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

নূতন জ্বর ১ দিনে, পুরাতন জ্বর ৩ দিনে আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—চাঁদ মার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থ শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদ বর্ণের কাগজে পাচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি সমেত ও ব্যবহার বিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়ম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপিয়া পুস্তকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন এবং খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেন্টস:—
বসাক ফ্যাক্টরী—৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কণ্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ক্লেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১।০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেন্টস—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

সন ১৩৪১ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২॥০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স
১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ:—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ) *
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্‌বরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র।
উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবি উল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর

"সি, কিউ, সি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।

কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী   ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।